বাংলা একাডেমি
গবেষণা-বৃত্তি নীতিমালা ২০২৪

বাংলা একাডেমি, ঢাকা

১. প্রস্তাবনা

বাহান্নর ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অর্জন বাংলা একাডেমি মূলত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা একাডেমিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার জন্য গবেষণা-বৃত্তি প্রদান শুরু করা হয়। গবেষণা-বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে বাংলা একাডেমি তরুণ ও উদ্যমী গবেষকদের মৌলিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার নানামাত্রিক উন্নয়নে অগ্রগতি লাভ করেছে। সমকালীন বাস্তবতার নিরিখে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্যের অন্তর্গত গবেষণা-কার্যক্রমকে আরও বিষয়ভিত্তিক টেকসই, যৌক্তিক ও বেগবান করার লক্ষ্যে 'বাংলা একাডেমি আইন ২০১৩' এবং 'বাংলা একাডেমি প্রবিধানমালা ২০২১'-এর আলোকে গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগের অন্তর্গত গবেষণা উপবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা-বৃত্তির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২. শিরোনাম ও পরিধি

এই নীতিমালা **বাংলা একাডেমি গবেষণা-বৃত্তি নীতিমালা ২০২৪** নামে অভিহিত হবে। এটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক গবেষণার জন্য বাংলা একাডেমি প্রদত্ত গবেষণা-বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩. সংজ্ঞা

গবেষক : গবেষক বলতে এই নীতিমালার অধীনে বাংলা একাডেমি গবেষণা-বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বোঝাবে।

গবেষণা-বৃত্তি : গবেষণা-বৃত্তি বলতে এই নীতিমালার অধীনে বাংলা একাডেমির নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত এবং অন্যান্য গবেষণা-বৃত্তিকে বোঝাবে। পরবর্তীকালে বাংলা একাডেমি অন্য কোনো নতুন **গবেষণা-বৃত্তি** পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা-ও এই নীতিমালার আওতায় পরিচালিত হতে পারে।

একাডেমি : একাডেমি বলতে **বাংলা একাডেমি** বোঝাবে।

৪. লক্ষ্য

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক চাহিদাভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা এবং বাংলাদেশে রচিত অপরাপর ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতি ও গবেষণার উন্নয়ন। উল্লেখ্য, গবেষণা-বৃত্তির অধীন যে কোনো ডিসিপ্লিনের গবেষণা বাংলা ভাষায় প্রণীত হবে।

৫. উদ্দেশ্য

৫.১ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণাকর্মে উৎসাহ প্রদান;

৫.২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনালোচিত, কম চর্চিত এবং অনাবিষ্কৃত বা অপ্রকাশিত বিষয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণ;

৫.৩ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণায় উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি;

৫.৪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য গবেষণায় গবেষকদের আগ্রহী করা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান;

৫.৫ বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে স্মরণে রেখে জাতীয় সমৃদ্ধি এবং মানুষের কল্যাণে সভ্যতার অগ্রগতিকে নির্দেশ করে এমন গবেষণাকর্মকে সর্বাধিক প্রণোদনা দেওয়া;

৫.৬ গবেষণার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃজনশীল ও মননশীল ধারার প্রতি নতুন-প্রজন্মকে আগ্রহী করে তোলা;

৫.৭ বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ টেকসই করা;

৫.৮ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণায় নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে উৎসাহ প্রদান;

৫.৯ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এবং জনসেবায় ব্যবহার ও প্রচার;

৫.১০ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে জনসচেতনা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

৫.১১ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণায় সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে প্রণোদনা প্রদান।

৬. গবেষণাক্ষেত্র ও অধিক্ষেত্র

৬.১ প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি;

৬.২ প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য-পাঁচালি-আখ্যানের ধারায় রচিত ও মুদ্রিত পুথি;

৬.৩ আধুনিক বাংলা কাব্য, কথাসাহিত্য, নাটক ও অন্যান্য সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম;

৬.৪ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য;

৬.৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি;

৬.৬ বাংলাদেশের লোকায়ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি;

৬.৭ বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধ, গবেষণা প্রভৃতি;

৬.৮. বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি প্রভৃতি;

৬.৯. বাংলাদেশের সংস্কৃতিবিষয়ক যে কোনো ধরনের গবেষণা।

৭. গবেষণাক্ষেত্র নির্বাচন ব্যবস্থাপনা

প্রতিবছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলা একাডেমি পরিচালিত বিভিন্ন দাতাসংস্থা প্রদত্ত গবেষণা-বৃত্তির অধিক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণে বাংলা একাডেমি ও তহবিল প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সমন্বিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। তবে, গবেষণার অধিক্ষেত্রসমূহ মূলত অনুচ্ছেদ ৫-এ বর্ণিত গবেষণা-বৃত্তির উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

৭.১ একাডেমির বিদ্যমান ৩(তিন)টি গবেষণা তহবিলের মধ্যে 'মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার জন্য গবেষণা-বৃত্তি প্রদান করে থাকে যা একটি উন্মুক্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দুর্লভ পাণ্ডুলিপি গবেষণা এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মৌলিক বিষয়ের গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে;

৭.২ 'ফেরদাউস-খাতেমন গবেষণা ফান্ড' 'শিশু সমীক্ষা, বাংলা ভাষা উন্নয়ন ও শিক্ষা' সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য প্রদান করা হয়। উক্ত বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে অথবা ভবিষ্যতে তহবিল প্রদানকারী ও একাডেমির মধ্যে অলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হতে পারে;

৭.৩ 'গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল' গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে বাংলা ভাষা চর্চা ও গবেষণা। উক্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে গবেষণা-প্রস্তাব আহ্বান করা যেতে পারে;

৭.৪ উপর্যুক্ত শর্তের আলোকে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সঙ্গে সংগতি অনুযায়ী অন্য যে কোনো গবেষণা-বৃত্তি এই নীতির অধীন বাস্তবায়িত হবে।

৮. আবেদনকারীর যোগ্যতা ও শর্তাবলি

৮.১ বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় আগ্রহী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত বাংলাদেশের নাগরিক গবেষণা-বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন;

৮.২ মুক্ত-গবেষক (ফ্রিল্যান্স রিসার্চার), সরকারি, বেসরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তরুণ গবেষকবৃন্দ এই গবেষণা-বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্রসহ আবেদন করতে হবে;

৮.৩ গবেষণার পূর্বাভিজ্ঞতা এবং স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধকে বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে;

৮.৪ আবেদনকারী গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকবৃন্দ যার/যাদের আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালায় গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন বা অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন আবেদনকারী প্রাধান্য পাবেন;

৮.৫ প্রাচীন ও মধ্যযুগের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাঠ ও গবেষণায় অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তবে, শর্ত থাকে যে, আবেদনকারীকে বাংলা একাডেমিতে সংরক্ষিত

হস্তলিখিত পুথিসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত পুথি নিয়ে মৌলিক গবেষণা ও সম্পাদনার যুক্তিনিষ্ঠ প্রস্তাব প্রদান করতে হবে;

৮.৬ আবেদনপত্রের সঙ্গে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত অনুলিপি (সনদ ও মার্কশিট) সংযোজন করতে হবে;

৮.৭. স্থায়ীভাবে বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশি নাগরিক অথবা গবেষণা-বৃত্তির সময়সীমার ৫০% সময়ের বেশি বিদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তি আবেদনের যোগ্য বিবেচিত হবেন না। গবেষণা-বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষক পূর্বানুমতি সাপেক্ষে স্বল্পকালীন বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন;

৮.৮ গবেষণা-বৃত্তির জন্য বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা/কর্মচারীও আবেদন করতে অগ্রাধিকার পাবেন;

৮.৯ ইতঃপূর্বে যারা একাডেমির গবেষণা ফান্ড/তহবিল থেকে কোনো গবেষণা-বৃত্তি গ্রহণ করেছেন তারা গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার সাপেক্ষে গবেষণা-বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

৯. গবেষণা-বৃত্তি প্রদানের শর্ত ও নিয়মাবলি

৯.১ গবেষণার মেয়াদ সাধারণত ১ (এক) বছর হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে গবেষণার মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যেতে পারে। গবেষণার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলেও বৃত্তির মেয়াদ ১ (এক) বছরই সীমাবদ্ধ থাকবে।

৯.২ বৃত্তির জন্য মনোনীত হবার পর প্রার্থীকে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে মুদ্রিত একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। বাংলা একাডেমির বিনানুমতিতে গবেষকগণ অন্য কোনো উৎস হতে একই গবেষণার জন্য অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না।

৯.৩ চুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা স্বেচ্ছায় গবেষণার কাজ বন্ধ করলে বৃত্তি হিসেবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ বাংলা একাডেমি কোষাগারে ফেরত দিতে হবে।

৯.৪ গবেষকগণ প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন বাংলা একাডেমির গবেষণা উপবিভাগে দাখিল করবেন। তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে। ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ গ্রহণের পূর্বে গবেষণা অভিসন্দর্ভ জমাদানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল এবং অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপি (৩ কপি) ও একটি সফট কপি বাংলা একাডেমির গবেষণা উপবিভাগে জমা দিতে হবে। এছাড়া, গবেষকের এককালীন বৃত্তির টাকা এবং তত্ত্বাবধায়কের সম্মানির টাকা চূড়ান্ত গবেষণাপত্রের ফলাফল সেমিনারের মাধ্যমে বাংলা একাডেমিতে উপস্থাপনের পর প্রদান করা হবে।

৯.৫ গবেষকগণ নিয়মিত গবেষক হিসেবে সর্বোচ্চ (২০ শতাংশ) হিসেবে গবেষণায় নিয়োজিত থাকবেন।

৯.৬ বাংলা একাডেমি থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষককে তার অভিসন্দর্ভের কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উল্লেখ করতে হবে যে, বাংলা একাডেমি কর্তৃক বৃত্তিপ্রাপ্ত হয়ে গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে।

৯.৭ কোনো গবেষক বৃত্তিপ্রাপ্ত হবার পর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদানে ব্যর্থ হলে তার ফেলোশিপ বাতিল হবে।

১০ গবেষণা-প্রস্তাব আহ্বান

১০.১ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতি বছর মার্চ/এপ্রিল মাসে গবেষণা-প্রস্তাব আহ্বান করতে হবে। তবে একাডেমির চাহিদা পূরণে গবেষণা উপবিভাগ যেকোনো সময় প্রস্তাব আহ্বান করতে পারবে;

১০.২ গবেষণা-প্রস্তাব আহ্বান করে ২ (দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে;

১০.৩ গবেষণা-প্রস্তাব দৈনিক পত্রিকা/অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে তথা বাংলা একাডেমির ফেসবুক পেইজ/ওয়েবসাইট, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রলে প্রদর্শনসহ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য কার্যালয়ের জ্ঞাতার্থে অনলাইনে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করা হবে।

১১. গবেষণা-প্রস্তাব কাঠামো ও জমাদান

১১.১ গবেষণা-প্রস্তাব নির্ধারিত ছক অনুযায়ী করতে হবে;

১১.২ গবেষণা-প্রস্তাব জমাদানে প্রত্যেক গবেষককে গবেষণা-প্রস্তাব আহ্বান বিজ্ঞপ্তির নির্দেশনা (পরিশিষ্ট-১ ও ২) অনুসরণ করতে হবে;

১১.৩ গবেষণা-প্রস্তাব জমাদানের সময় একটি কভার লেটার, গবেষণা-প্রস্তাব এবং গবেষকের প্রোফাইল আলাদা করে জমা দিতে হবে;

১১.৪ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্ধারিত সময় অনুযায়ী প্রস্তাব দাখিল করতে হবে;

১১.৫ গবেষণা-প্রস্তাবের সঙ্গে গবেষণা পরিচালনা ব্যয় সংবলিত প্রস্তাবও যুক্ত করতে হবে।

১২. গবেষণা-বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে গবেষক নির্বাচনের অনুসৃত পদ্ধতি

ক)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	১০
খ)	গবেষণার বিষয়বস্তুর উপযোগিতা	১০
গ)	পূর্বগবেষণা ও প্রকাশনা	১০
ঘ)	গবেষণা-প্রস্তাবের মান (প্রাথমিক বাছাই)	৫০
ঙ	গবেষণা-প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন (চূড়ান্ত বাছাই)	২০
	মোট	১০০

১৩. গবেষণা-প্রস্তাব বাছাইকরণ ও অনুমোদন

১৩.১ গবেষণা-প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই এবং গবেষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা পরিমাপের জন্য একটি বাছাই কমিটি থাকবে। বিশেষজ্ঞ গবেষক সমন্বয়ে গঠিত কমিটি যাচাই-বাছাই করবে (বাছাই কমিটি পরিশিষ্ট-৪, কমিটি-১)। গবেষণা-প্রস্তাব মূল্যায়ন এবং গবেষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা পরিমাপনে ভিন্ন ৩টি মূল্যায়ন ছক ব্যবহৃত হবে (অনুচ্ছেদ ১২ এবং পরিশিষ্ট-৪-এর ক এবং খ)। গবেষকের যোগ্যতা নির্ধারণে অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী ৩০ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। গবেষণা-প্রস্তাব মূল্যায়ন ছকে ক্ষেত্রভিত্তিক সুনির্দিষ্ট সূচকে (lndicator) ভর আরোপ (Weightage) করে মূল্যায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে ৫০ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। চূড়ান্ত বাছাইয়ে গবেষকের যোগ্যতা ও দক্ষতায় সূচকভিত্তিক ভর আরোপ করে মূল্যায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে ২০ নম্বর নির্ধারিত থাকবে। অর্থাৎ ১০০ নম্বরের মূল্যায়নের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গবেষক বাছাই করতে হবে;

১৩.২ গবেষণা-প্রস্তাবের চূড়ান্ত বাছাইপর্বে একটি সেমিনারে গবেষককে বিশেষজ্ঞদের সামনে গবেষণা-প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে। প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রস্তাবকগণ এই সুযোগ পাবেন;

১৩.৩ বাছাই কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তকৃত ও মহাপরিচালক অনুমোদিত গবেষকদের তালিকা অবহিতকরণের জন্য বাংলা একাডেমির কার্যনির্বাহী পরিষদে উপস্থাপন করতে হবে।

১৪. গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় গবেষক এবং বাংলা একাডেমির গবেষণা উপবিভাগের পক্ষে গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে (পরিশিষ্ট-৬)। গবেষক বারো মাসের মধ্যে গবেষণা কার্যক্রম শেষ করবেন। গবেষককে এক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতিতে উপস্থাপিত গবেষণা এলাকার ওপর তথ্য সংগ্রহ সময়কাল উল্লেখ করে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা জমা দিতে হবে।

১৫. গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনাকালীন যেকোনো স্তরে বাংলা একাডেমি এবং গবেষণা উপবিভাগের কর্মকর্তাগণ মনিটরিং করতে পারবেন। গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য বাংলা একাডেমির কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটিতে খ্যাতিমান গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। বাংলা একাডেমির গবেষণা উপবিভাগের কর্মকর্তা / সদস্য-সচিব অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারবেন। কমিটির কাছে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন নির্ধারিত ছক (পরিশিষ্ট-১০) অনুযায়ী জমা প্রদান করতে হবে।

১৬. কর্মশালা ও সেমিনার পরিচালনা

বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের জন্য বাংলা একাডেমি একজন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়-বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে নির্বাচন করা হবে।

১৭. গবেষণা প্রতিবেদন দাখিল ও মূল্যায়ন

গবেষক নির্ধারিত ছকে অগ্রগতি প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়নের জন্য বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক (পরিশিষ্ট-৩, কমিটি-৪-এ বর্ণিত) কমিটি গঠন করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপর্যুক্ত মূল্যায়ন কমিটি অনুমোদন থাকতে হবে। মূল্যায়ন কমিটির মনোনীত সদস্যকে অবশ্যই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রি এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যাদের স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ বা গ্রন্থ প্রকাশিত রয়েছে এবং গবেষণার প্রতি বিশেষ প্রবণতা রয়েছে এমন ব্যক্তি হতে হবে। উক্ত মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ তাঁদের মধ্যে ০৩ (তিন) জনকে মূল্যায়নকারী হিসেবে নির্বাচন করবেন। গবেষণা প্রতিবেদন গ্রহণের তারিখ হতে সর্বোচ্চ তিন সপ্তাহের মধ্যে মূল্যায়ন রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে মূল্যায়নকারীকে প্রতিবেদন মূল্যায়ন ছকের নির্দেশনা অনুযায়ী (পরিশিষ্ট-১১) মূল্যায়ন করতে হবে। কোনো কারণে মূল্যায়নে অপারগতা প্রকাশ করলে তা অবশ্যই গ্রহণের তারিখের পরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জানাতে হবে এবং ফেরত পাঠাতে হবে। মূল্যায়নকারীর মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে গবেষককে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে এবং পুনরায় সংশোধিত গবেষণা প্রতিবেদন জমা প্রদান করতে হবে।

১৮. গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন

গবেষকদের এক বা একাধিক গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বাংলা একাডেমি প্রতিবছর কমপক্ষে একটি উন্মুক্ত কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করবে।

গবেষককে কর্মশালা/সেমিনারের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের যৌক্তিক মতামত তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনা সাপেক্ষে গবেষককে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সংযোজন করতে হবে এবং চূড়ান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে।

১৯. Plagiarism প্রতিরোধ

১৯.১ গবেষক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ/প্রতিবেদন Plagiarism পরিহার্য। কোনো অভিসন্দর্ভ/প্রতিবেদনে কোনো ধরনের Plagiarism প্রমাণিত হলে গবেষক পরবর্তীকালে সকল ধরনের গবেষণা কাজের জন্য অযোগ্য বিবেচিত করাসহ গবেষণা মঞ্জুরি বাতিল, মঞ্জুরিকৃত অর্থ আদায় বা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১৯.২ প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ/প্রতিবেদন মৌলিক এবং প্রতিবেদন বা এর কোনো অংশ কোনো প্রতিবেদন বা উৎস হতে আহরিত নয় মর্মে অভিসন্দর্ভ/প্রতিবেদনে গবেষক প্রত্যয়ন প্রদান করবেন;

২০. গবেষণা পরিচালনায় অর্থায়ন

২০.১ গবেষণা-বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর বাংলা একাডেমির বাজেটে গবেষণা খাতে চাহিদাভিত্তিক বরাদ্দ রাখতে হবে।

২০.২ এর বাইরে একাডেমির বিদ্যমান ৩ (তিন)টি গবেষণা তহবিল যথা–ক) 'মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড', খ) 'ফেরদাউস-খাতেমন গবেষণা ফান্ড' এবং গ) 'গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল'-এ র গচ্ছিত অর্থের লভ্যাংশ দিয়ে গবেষণা-বৃত্তি পরিচালিত হবে।

২১. গবেষণা কর্মের অর্থ ছাড়করণ

প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ তিন (৩) কিস্তিতে ছাড় করা হবে। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর গবেষককে মোট প্রস্তাবিত ব্যয়ের ১ম কিস্তি (সর্বোচ্চ ৪০%) অর্থ ছাড় করা হবে। সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়া সাপেক্ষে ২য় ও ৩য় কিস্তির (৩০%+৩০%) = ৬০% অর্থ ছাড় করা হবে।

২২. গবেষণার স্বীকৃতি ও পুরস্কার

গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন, বিকাশ ও বিস্তারে অবদান রাখতে পেরেছে এমন গবেষণার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২৩. গবেষণা-বৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনা

২৩.১ বাংলা একাডেমি গবেষণা-বৃত্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭ সদস্য একটি 'গবেষণা-বৃত্তি পরিচালনা কমিটি' গঠন করবে। কমিটিতে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, সচিব, গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালক, গবেষণা উপবিভাগের উপপরিচালক, বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের ১জন সদস্য এবং ২জন গবেষক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন;

২৩.২ 'গবেষণা-বৃত্তি পরিচালনা কমিটি' পর্যায়ক্রমে গবেষক ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনসহ এবং পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২৩.৩ বাংলা একাডেমির নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি একাডেমির আইন ও প্রবিধানমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমির যে কোনো গবেষণা-বৃত্তির তহবিল গঠন করা হবে। তহবিলের অর্থ সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে জমা থাকবে। জমাকৃত অর্থের লভ্যাংশ/মুনাফা থেকে গবেষণা-বৃত্তির সকল ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। জমাকৃত মূল অর্থ থেকে গবেষণা-বৃত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো অর্থ কখনো ব্যয় করা যাবে না;

২৩.৪ গবেষণা উপবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গবেষণা-বৃত্তির আর্থিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সেই পর্যবেক্ষণের আলোকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে জমাকৃত অর্থের লভ্যাংশ/মুনাফা থেকে প্রতিবছরের বাজেট প্রণয়ন করবেন। তবে বাজেটের পরিমাণ কোনো অবস্থাতেই গবেষণা-বৃত্তির মূল তহবিলকে স্পর্শ করবে না। দেশের চলমান আর্থিক মানদণ্ডকে বিবেচনায় রেখে গবেষণা-বৃত্তির অর্থের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা

যাবে। তবে একই অর্থবছরে প্রত্যেক গবেষককে গবেষণা-বৃত্তি বাবদ সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে;

২৩.৫ প্রতিটি গবেষণা-বৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় 'গবেষণা-বৃত্তি পরিচালনা কমিটি' মনোনীত একজন গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক গবেষকের গবেষণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক উক্ত গবেষণার মান ও অগ্রগতি সম্পর্কে একাডেমিকে লিখিত পত্রের মাধ্যমে অবগত করবেন। গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের সন্তোষজনক মতামতের আলোকে গবেষক তাঁর নির্ধারিত সময়ের অর্থ প্রাপ্য হবেন। গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক একাডেমি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে গবেষককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। গবেষক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গবেষণাকর্ম শেষ করে একাডেমিতে গবেষণাপত্র জমা দিবেন। গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রবন্ধ/গবেষণা/ফোকলোর শাখায় সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ফেলো বা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান গবেষক/অধ্যাপকদের প্রাধান্য দেওয়া হবে;

২৩.৬ গবেষণা-বৃত্তির বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ প্রদান ও তদারকির জন্য গবেষণা উপবিভাগের উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজ করবেন। বিজ্ঞপ্তির অনুকূলে জমাকৃত গবেষণা-প্রস্তাবসমূহ প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য গবেষণা উপবিভাগের উপপরিচালকের নেতৃত্বে একটি উপবিভাগীয় কমিটি কাজ করবে।

২৪. গবেষণা-বৃত্তির সংখ্যা ও মেয়াদ

২৪.১ প্রতিটি গবেষণা তহবিলের আওতায় একটি অর্থবছরে একজন গবেষককে গবেষণা-বৃত্তি প্রদান করা যাবে। বর্তমানে বাংলা একাডেমির গবেষণা উপবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত তিনটি গবেষণা ফান্ড/তহবিলের অনুকূলে ৩(তিন)টি গবেষণা-বৃত্তি শর্তসাপেক্ষে প্রদান করা হবে।

২৪.২ গবেষণা-বৃত্তির মেয়াদ হবে ১ (এক) বছর অথবা কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত। বর্ধিত সময়ের বিষয়ে (৯.১) উপ-অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।

২৫. গবেষণা-বৃত্তির সুবিধাদি

২৫.১ প্রত্যেক গবেষক সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মের জন্য বাংলা একাডেমি নির্ধারিত অর্থ তিন কিস্তিতে প্রাপ্য হবেন;

২৫.২ বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার (পত্রিকা শাখাসহ), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ গবেষণাগার, বাংলা একাডেমি পুথি সংরক্ষণশালা, নজরুল স্মৃতিকক্ষ ব্যবহার করতে পারবেন;

২৫.৩ বাংলা একাডেমি আয়োজিত বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান তথা সেমিনার/সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন;

২৫.৪ গবেষণাকর্ম সুন্দরভাবে সম্পাদিত হলে অনুচ্ছেদ ২৪ অনুযায়ী বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ গবেষককে সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করবেন।

২৬. গবেষণা-বৃত্তি স্থগিত ও বাতিল

২৬.১ আবেদনপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন;

২৬.২ চুক্তিপত্রের শর্তসহ গবেষণার যে কোনো বিধির লঙ্ঘন হলে;

২৬.৩ গবেষণায় শর্তানুরূপ অগ্রগতি না হলে;

২৬.৩ গবেষণা-বৃত্তির শর্তাবলি ভঙ্গ করলে;

২৬.৪ গবেষক জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোনো কাজে জড়িত আছেন বলে প্রমাণিত হয়ে দণ্ডিত হলে।

২৭. গবেষণা-বৃত্তি নীতিমালা সংশোধন/পরিমার্জন/অস্পষ্টতা দূরীকরণ

বাংলা একাডেমি প্রয়োজনবোধে এই নীতিমালা সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও অস্পষ্টতা দূরীকরণ করতে পারবে। যে কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে বাংলা একাডেমির কার্যনির্বাহী পরিষদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৮. এই নীতিমালা জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

পরিশিষ্ট-১

গবেষণা-প্রস্তাব ছক (গবেষণা-প্রস্তাব প্রণয়ন ছক)

১. গবেষণা শিরোনাম (Title of the Research) (স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট বা catchy হতে হবে)

২. ভূমিকা (Introduction)

৩. সমস্যার বিবরণ (Statement of the Problem)

৪. গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study) (সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে)

৫. অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন/গবেষণা প্রশ্ন (Formulation of Hypothesis/Research Questions)

৬. ধারণাগত কাঠামো বিনির্মাণ (Conceptual Framework) (গবেষণা শিরোনামে যে ধারণাগুলো ব্যবহার করা হবে তার স্পষ্ট সীমারেখা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক)

৭. সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of Literature)

৮. গবেষণার যৌক্তিকতা (Rationale of the Study)

৯. গবেষণার ক্ষেত্র (Scope of the Study)

১০. গবেষণা পদ্ধতি (Methods of the study) (গবেষণা উদ্দেশ্য পরিপূরণে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্টভাবে গবেষণার ধরন, নমুনা, নমুনায়ন পদ্ধতি ও কৌশল, তথ্য সংগ্রহের উৎস, তথ্য সংগ্রহের টুলস এবং বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে)

১১. প্রত্যাশিত ফলাফল (Expected Output)

১২. সম্ভাব্য অধ্যায় কাঠামো (Tentative Chaptarization)

১৩. গবেষণার মৌলিকত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা (Explanation about the originality of the research)

১৪. কর্ম পরিকল্পনা (Action Plan) (যৌক্তিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রশ্নপত্র উন্নয়ন, প্রি-টেস্ট, প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সাজানো ও বিশ্লেষণ, ড্রাফট প্রণয়ন; কর্মশালায় উপস্থাপন ও ড্রাফট চূড়ান্তকরণ);

১৫. সম্ভাব্য ব্যয় (Tentative Budget) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যয় বিবরণীতে ৪০% সম্মানি, ৫০% তথ্য সংগ্রহ–প্রাথমিক ড্রাফট প্রণয়ন পর্যন্ত এবং ১০% চূড়ান্ত ড্রাফট প্রণয়নে বিভাজন করতে হবে।)

১৬. গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography/References)

পরিশিষ্ট-২

গবেষণা-প্রস্তাব জমাদানে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ

১. গবেষণা-প্রস্তাবের হার্ডকপি এবং সফটকপি;

২. গবেষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণের যাবতীয় প্রমাণক;

৩. ছবি ২ কপি এবং গবেষকের জীবন-বৃত্তান্ত (জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর উল্লেখ করতে হবে);

৪. জাতীয় পরিচয়পত্রের ছায়ালিপি;

৫. গবেষকের ব্যাংকের হিসাব নম্বর এবং হিসাব নম্বর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য;

৬. গবেষণা-প্রস্তাব জমাদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই কভার লেটার, গবেষণা-প্রস্তাব, জীবন-বৃত্তান্ত এবং প্রমাণক পর্যায়ক্রমিকভাবে স্পাইরাল বাঁধাই করে জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, গবেষণা-প্রস্তাবের ওপর গবেষকের নাম বা পরিচয় সংক্রান্ত কোনো তথ্য লেখা যাবে না।

৭. প্রয়োজনে বাংলা একাডেমি চাহিত অন্যান্য তথ্য/উপাদান প্রদান করতে হবে।

পরিশিষ্ট-৩

কমিটি ১ : গবেষণা-প্রস্তাব বাছাই সংক্রান্ত কমিটি

ক) গবেষণা-প্রস্তাব বাছাই কমিটি

ক্রমিক	পদবি	প্রতিষ্ঠান/বিভাগ	কমিটির পদক্রম
১	মহাপরিচালক	বাংলা একাডেমি	সভাপতি
২	পরিচালক	গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ, বাংলা একাডেমি	সদস্য
৩	ফেলো	প্রবন্ধ/গবেষণা/ফোকলোর বিভাগে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত	সদস্য
৪	অধ্যাপক	সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ইংরেজি, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের খ্যাতিমান গবেষক-অধ্যাপক	সদস্য
৫	উপপরিচালক	গবেষণা উপবিভাগ	সদস্য-সচিব

গবেষণা-প্রস্তাব বাছাই কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

১. মূল্যায়নকারী দলের গবেষকবৃন্দকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক (যাদের আন্তর্জাতিক কর্মশালা, আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় অথেনটিক জার্নালে একাধিক গবেষণা পেপার রয়েছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত গবেষণা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) হতে হবে।

২. প্রথমে প্রত্যেক মূল্যায়নকারী এককভাবে বণ্টিত গবেষণা-প্রস্তাব মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন। পরে নির্ধারিত দলে প্রত্যেকটি গবেষণা-প্রস্তাবের ওপর মূল্যায়নকারীর মত প্রকাশ করবে এবং দলে আলোচনা করে ক্ষেত্রভিত্তিক নম্বর প্রদান করবেন।

৩. দলে প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ গবেষণার উপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা এবং অগ্রাধিকার বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

৪. গবেষণা-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচন এবং নমুনা ব্যবস্থাপনার ওপর শিক্ষাবিদ/অধ্যাপক আলোকপাত করবেন। প্রস্তাবের নমুনা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিত্বশীল বিষয়ে তিনি সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবেন।

৫. দলীয়ভাবে মূল্যায়নকারীগণ প্রাপ্য নম্বর (গুণগতমান বিবেচনা করে) এবং অগ্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে দলীয়ভাবে গবেষণা-প্রস্তাব বাছাই চূড়ান্ত করবেন।

খ) গবেষণা-প্রস্তাব বাছাইয়ের প্রাথমিক প্রক্রিয়া

গবেষণা-প্রস্তাব বাছাই সংক্রান্ত কমিটির কাছে উপস্থাপনার আগে বাংলা একাডেমির গবেষণা উপবিভাগের উপপরিচালকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সহপরিচালক জমাকৃত গবেষণা-প্রস্তাব থেকে প্রাথমিকভাবে বিবেচনাযোগ্য একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন। প্রণীত তালিকাসহ বিবেচনাযোগ্য গবেষণা-প্রস্তাবসমূহ বাছাই কমিটিতে উপস্থাপন করবেন।

কমিটি ২ : গবেষণা-প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন কমিটি ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

ক) চূড়ান্ত অনুমোদন কমিটি

ক্রমিক	পদবি	প্রতিষ্ঠান/বিভাগ	কমিটির পদক্রম
১	মহাপরিচালক (বাছাই কমিটির সভাপতি)	বাংলা একাডেমি	সভাপতি
২	সচিব	বাংলা একাডেমি	সদস্য
৩	কার্যনির্বাহী পরিষদের অধ্যাপক সদস্য	বাংলা একাডেমির কার্যনির্বাহী পরিষদ	সদস্য
৪	বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি (অধ্যাপক পর্যায়ের)	সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা, ইংরেজি, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিভাগের খ্যাতিমান গবেষক-অধ্যাপক	সদস্য
৫	পরিচালক	গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ, বাংলা একাডেমি	সদস্য-সচিব
ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হবে। কার্যনির্বাহী সভায় উপস্থাপন সাপেক্ষে সদস্য সংযোজন ও পরিবর্তনযোগ্য।			

গবেষণা-প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

১. প্রাথমিকভাবে মনোনীত গবেষণা-প্রস্তাবের আবেদনকারীগণ সেমিনারের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদন কমিটির সামনে গবেষণা-প্রস্তাবটির সারসংক্ষেপসহ বাস্তবায়নের পক্ষে যৌক্তিকতা উপস্থাপন করবেন। তাদের উপস্থাপনা পর্যালোচনা করে নৈতিক অনুমোদনসহ চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;

২. গবেষণা-প্রস্তাবে উপস্থাপিত বাজেট পরীক্ষণ, আবশ্যকীয় সহায়তার পরিমাণ নিরূপণ এবং বরাদ্দ ছাড় অনুমোদন;

৩. প্রয়োজন সাপেক্ষে সহায়তা প্রদান, স্থগিত করা বা সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা;

৪. প্রয়োজন সাপেক্ষে গবেষণার সময় বৃদ্ধি অনুমোদন করা;

৫. গবেষণা সহায়তার জন্য চুক্তিনামা করার অনুমোদন;

৬. গবেষণার অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন;

৭. গবেষণার স্বার্থে গবেষণা কার্যক্রমের কমিটি গঠন ও অন্যান্য সকল কাজের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দান।

৮. বাংলা একাডেমি কর্তৃক অর্পিত এ বিষয়ে অন্যান্য দায়িত্ব।

কমিটি ৩ : কর্মশালা পরিচালনা সংক্রান্ত কমিটি

ক্রমিক	পদবি	প্রতিষ্ঠান/বিভাগ	কমিটির পদক্রম
১	পরিচালক	গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ, বাংলা একাডেমি	আহ্বায়ক
২	উপপরিচালক	গবেষণা উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি	সদস্য
৩	উপপরিচালক	হিসাব রক্ষণ উপবিভাগ	সদস্য
৪	সহপরিচালক	গবেষণা উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি	সদস্য
৫	কর্মকর্তা	গবেষণা উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি	সদস্য-সচিব

কর্মশালা পরিচালনা কমিটির কার্যবিধি

১. গবেষণা-প্রস্তাব যাচাই-বাছাইসহ সকল কর্মশালা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।

কমিটি ৪ : গবেষণা অভিসন্দর্ভ/প্রতিবেদন মূল্যায়ন সংক্রান্ত কমিটি

ক্রমিক	পদবি	প্রতিষ্ঠান/বিভাগ	কমিটির পদক্রম
১	বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্যায়ের গবেষক-১জন	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২	বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পর্যায়ের গবেষক-১জন	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত গবেষক-২জন	সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ গবেষণা প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৪	পরিচালক	গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ, বাংলা একাডেমি	সদস্য
৫	উপপরিচালক	গবেষণা উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি	সদস্য-সচিব

গবেষণা অভিসন্দর্ভ/প্রতিবেদন মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিধি

১. গবেষণা অভিসন্দর্ভ/প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিক উপস্থাপনায় অংশগ্রহণ;
২. গবেষণা অভিসন্দর্ভ/প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মূল্যায়ন ও সম্পাদনা;
৩. গবেষণা অভিসন্দর্ভ/প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও সম্পাদনা পরবর্তী মুদ্রণে সুপারিশ করা;
৪. মূল্যায়ন ও সম্পাদনা কাজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়তাকারী নিয়োগ করতে পারবে।

পরিশিষ্ট ৪

ক. গবেষণা-প্রস্তাবের প্রাথমিক বাছাইকরণ মূল্যায়ন ছক

(মূল্যায়ন ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট সূচকের ওপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত ভর আরোপ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নম্বর প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মূল্যায়নের ক্ষেত্র	নম্বর										মোট
		১০		১০		২০				১০		৫০
		৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	
১	গবেষণার শিরোনাম	ক	খ	×	×	×	×	×	×	×	×	
২	বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা	×	×	গ	ঘ	×	×	×	×	×	×	
৩	গবেষণার প্রস্তাব কাঠামো	×	×	×	×	ঙ	চ	ছ	জ	×	×	
৪	গ্রন্থপঞ্জি	×	×	×	×	×	×	×	×	ঝ	ঞ	

গবেষণা-প্রস্তাব পর্যালোচনা করে নিচের সূচক (ক-ঞ) ও ভর (Weightage) আরোপ (০-৫) বিবেচনায় নিয়ে সংখ্যায় নম্বর প্রদান করুন।

১. গবেষণা শিরোনাম নির্বাচন : (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২-৪, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)
ক. গবেষণার শিরোনামের স্পষ্টতা;
খ. গবেষণার শিরোনামে গবেষণা-উদ্দেশ্যের প্রতিফলন;

২. বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা : (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২-৪, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)
গ. বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্ক;
ঘ. বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক ও চাহিদাভিত্তিক;

৩. গবেষণা-প্রস্তাব কাঠামো : (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২-৪, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)
ঙ. গবেষণা-প্রস্তাবের বিভিন্ন স্তরে গবেষণা উদ্দেশ্যের প্রতিফলন;
চ. গবেষণা উদ্দেশ্যের চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা পদ্ধতি উপস্থাপনের সম্পর্কবদ্ধতা;
ছ. গবেষণা-প্রস্তাবের বিভিন্ন স্তরের সাথে শৃঙ্খলিত সম্পর্ক;
জ. গবেষণা পরিধির সাথে উপস্থাপিত পরিকল্পনা ও বাজেটের সম্পর্ক;
[গবেষণা-প্রস্তাব কাঠামো মূল্যায়নে কমিটির সদস্যগণ গবেষণা পরিধির সঙ্গে বাজেটের সম্পর্ক নির্ধারণের সময় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় কত টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা যায় তা বিশ্লেষণ করে মতামত প্রদান করবেন]

৪. গবেষণার মৌলিকত্ব : (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২-৪, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)
ঝ. গবেষণার মৌলিকত্ব কতটুকু স্পষ্ট;
ঞ. মৌলিক গবেষণাকর্ম ভবিষ্যতে কতটুকু প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

খ. গবেষণা-প্রস্তাবের চূড়ান্ত মূল্যায়ন ছক

(প্রাথমিক বাছাইকৃত গবেষণা-প্রস্তাব গবেষক কর্তৃক সেমিনারে উপস্থাপনের মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিবেচিত হবে। চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট সূচকের ওপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত ভর আরোপ বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নম্বর প্রদান করতে হবে)

ক্রমিক	মূল্যায়নের ক্ষেত্র	নম্বর				মোট
		১০		১০		২০
		৫	৫	৫	৫	
১	গবেষণা-প্রস্তাবের উপস্থাপন-শৈলী	ক	খ	×	×	
২	গবেষণার অভিনবত্ব	×	×	গ	ঘ	

গবেষণা-প্রস্তাব উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নিচের সূচক (ক-ঘ) ও ভর (Weightage) আরোপ (০-৫) বিবেচনায় নিয়ে সংখ্যায় নম্বর প্রদান করুন।

১. গবেষণা-প্রস্তাবের উপস্থাপন-শৈলী : (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২-৪, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)
ক. গবেষণা-প্রস্তাব উপস্থাপনায় গবেষকের স্পষ্টতা;
খ. গবেষণা-প্রস্তাব উপস্থাপনায় গবেষকের দক্ষতা;

২. গবেষণার অভিনবত্ব : (স্পষ্ট নয়-০, আংশিক স্পষ্ট-২-৪, সম্পূর্ণ স্পষ্ট-৫)
ক. গবেষণা-প্রস্তাবে মৌলিকত্ব;
খ. গবেষণা-প্রস্তাবে নতুন উদ্ভাবন।

পরিশিষ্ট ৫

গবেষণা-বৃত্তি প্রদানের তহবিলসমূহ পরিচালনা কমিটি

১	মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি	সভাপতি
২	তহবিল প্রদানকারীর পক্ষ থেকে মনোনীত প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
৩	বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদের (খ্যাতিমান গবেষক-অধ্যাপক) প্রতিনিধি ১ জন	সদস্য
৪	সচিব, বাংলা একাডেমি	সদস্য
৫	পরিচালক, গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ, বাংলা একাডেমি	সদস্য
৬	উপপরিচালক, গবেষণা উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি	সদস্য-সচিব

পরিশিষ্ট ৬

বাংলা একাডেমি কর্তৃক অনুসৃত গবেষণা-বৃত্তির চুক্তিনামা

১। (.....) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হল।

২। প্রথম পক্ষ : বাংলা একাডেমি, তার প্রতিনিধিত্ব করবেন বাংলা একাডেমির অধীন গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালক।

৩। দ্বিতীয় পক্ষ : (নাম, পদবি, বর্তমান কর্মস্থল, বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা) NID No., Mobile No., Email.

৪। যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত (পরিশিষ্ট-১ গবেষণা-প্রস্তাব অনুযায়ী, শিরোনাম) ... ... শীর্ষক গবেষণা কার্যটি ... ... (কথায়) মাস সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে সম্মত হয়েছেন, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করলেন :-

৫। শর্তাবলি:

ক. 'ক' এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হবে এবং এতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদনীয় প্রকল্প হবে;

খ. প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ ... ... (কথায়) টাকা মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট ... (কথায়) টাকা কিস্তিতে প্রদান করবেন;

গ. মঞ্জুরিকৃত অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে কিস্তিগুলি হবে নিম্নরূপ :

প্রথম কিস্তি : মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগ অর্থাৎ ... ... টাকা।

কিস্তি প্রদানের শর্ত : গবেষণা কাজের শুরুতে প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে গবেষকের প্রশ্নসমূহ, পরিকল্পনা, এবং তথ্য-সংগ্রহের পরিকল্পনা জমা দিতে হবে।

দ্বিতীয়/শেষ কিস্তি : মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ৬০ ভাগ (... ... ...) টাকা।

কিস্তি প্রদানের শর্ত : গবেষণা কাজে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য-সংগ্রহ, তথ্য-বিশ্লেষণ এবং গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন তৈরি হবার পর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক/পরিচালকের নিকট হতে চলমান গবেষণা কাজটি সন্তোষজনক হয়েছে এই মর্মে সনদ, চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমাদান এবং বিল-ভাউচার প্রাপ্তির পর প্রদান করা হবে;

ঘ. শর্তাবলির 'খ'-তে বর্ণিত গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত (পরিশিষ্ট-৭) এই মর্মে একটি জামানত (Security) দাখিল করতে হবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক

গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ত্রিশ (৩০) দিনের ভিতর উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, তার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন;

ঙ. নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোনো সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে গবেষণাটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ দান করতে বাধ্য থাকবেন। তবে কোনো গবেষক সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে, যথাযথ কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সময়বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করবেন।

চ. গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করতে পারবেন;

ছ. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করে ২ (দুই) কপি টাইপকৃত খসড়া প্রতিবেদন টেপ বাইন্ডিং আকারে (সিডিতে/ইমেইলে ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপিসহ) প্রথম পক্ষকে প্রদান করবেন;

জ. প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোনো বিশেষজ্ঞ দ্বারা খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোনো রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তা হলে উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দান করবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করতে বাধ্য থাকবেন;

ঝ. দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চূড়ান্তকরণের পর ০৩ (তিন) কপি গবেষণা প্রতিবেদন (থিসিস বাইন্ডিং, ডিজাইনকৃত মলাটে), সেইসঙ্গে সংযুক্ত ফরম (পরিশিষ্ট-৮)তে গবেষণা সমাপ্তি প্রতিবেদন (সিডিতে/ইমেইল ওয়ার্ড ফাইলের সফট কপিসহ) এবং খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির বাকি সমুদয় অর্থ প্রদান করবেন;

ঞ. এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলে গণ্য করা হবে। তবে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মুদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করতে পারবেন না। তবে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হয়েছে, এই শর্তে প্রকাশনা-গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হবে;

ট. গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতদ্‌সংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোনো সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। সকল লেনদেন ক্রসচেকের মাধ্যমে গবেষক (দ্বিতীয় পক্ষ)-এর নামে ইস্যু করা হবে;

ঠ. গবেষণাকালীন বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;

ড. এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে বাংলাদেশ সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে গবেষণা মঞ্জুরি পেয়েছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি শেষ না হয় কিংবা খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন এবং তা মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, তবে তিনি নতুন গবেষণা মঞ্জুরির জন্য চুক্তি করতে পারবেন না। তবে দক্ষ গবেষক এবং গবেষণার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে;

ঢ. অনুচ্ছেদ-৫-এ বর্ণিত শিরোনামে গবেষণাটির বিপরীতে চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হতে গবেষণা-মঞ্জুরি গ্রহণ করে থাকলে বা চুক্তিনামা সম্পাদনের পর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হতে গবেষণা মঞ্জুরি গ্রহণ করলে অত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিনামাটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোনো উৎসের কোনো অধ্যায় বা তার অংশবিশেষ, শিরোনাম, গবেষণা ফলাফল হুবহু গ্রহণ করা হয়নি। এই গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হবে। তা ছাড়া, উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভালোভাবে পড়েছি এবং আমার দেওয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক। এর কোনোরূপ ব্যত্যয় হলে আমার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর

... ...
নাম, ঠিকানা, ফোন, ইমেইল

দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর

... ...
নাম, ঠিকানা, ফোন, ইমেইল

সাক্ষী :
১ম পক্ষ :
২য় পক্ষ :

সাক্ষী :
১ম পক্ষ:
২য় পক্ষ :

পরিশিষ্ট ৭
গবেষণা প্রতিবেদনের প্রাথমিক অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপন ছক

গবেষণা উপবিভাগ
গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

(গবেষণাকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণাকর্মের শিরোনাম :
২। গবেষকের নাম ও ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বর্তমান পেশার বিবরণ : ... ...
৩। গবেষণা কার্য শুরু ও সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ : ... ...
৪। (ক) মঞ্জুরিকৃত মোট গবেষণা অনুদানের পরিমাণ : ... ...
(খ) এই যাবৎ প্রাপ্ত গবেষণা অনুদানের পরিমাণ : ... ...
(গ) এই যাবৎ ব্যয়িত গবেষণা অনুদানের পরিমাণ : ... ...
৫। গবেষণা কার্যের উদ্দেশ্যসমূহ যাহা অনুমোদন করা হইয়াছিল সেইগুলির বিবরণ :
৬। গবেষণা কার্যে যে পদ্ধতি এবং কলাকৌশলসমূহ অনুসরণ করা হইয়াছে, সেইগুলির বিবরণ :
৭। গুণাগুণ ও পরিমাণের ভিত্তিতে এই যাবৎ প্রাপ্ত ফলাফল :
৮। এই পর্যন্ত অর্জিত কাজের অগ্রগতি (নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহের কতভাগ পূরণ করা হইয়াছে উহার বিবরণ দিতে হইবে) : ... ...
৯। উপসংহার :

* তত্ত্বাবধায়ক/পরিচালকের প্রতিস্বাক্ষর তারিখ :	গবেষকের স্বাক্ষর: তারিখ :

৭, ৮ ও ৯ নম্বর ক্রমিক নম্বরসমূহের তথ্যাদি গবেষণাকর্মের অগ্রগতি যথাযথভাবে মূল্যায়নের জন্য বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট ৮
গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন ছক

গবেষণা উপবিভাগ
গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

(সর্বশেষ তথা চূড়ান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত ছক)

১। গবেষণাকর্মের শিরোনাম :

২। গবেষকের নাম, পদবি, ঠিকানা এবং সন :

৩। বস্তুসংক্ষেপ :
(এক হাজার শব্দের মধ্যে অবশ্যই Soft copy জমা দিতে হবে)

৪ । সূচনা ও পটভূমি:
(এতদ্‌বিষয়ে ইতঃপূর্বে সম্পাদিত সকল গবেষণা/সমীক্ষার উদ্ধৃতিসহ)

৫। গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি/পরীক্ষাসমূহ :

৬। ফলাফল ও আলোচনা :
(সারণি, লেখ-চিত্র, চার্ট ইত্যাদির আকারে যখন যা প্রয়োজনীয়, এইরূপ উপাত্ত সন্নিবেশিত করতে হবে)

৭। উপসংহার:

* তত্ত্বাবধায়ক/পরিচালকের প্রতিস্বাক্ষর তারিখ:	গবেষকের স্বাক্ষর: তারিখ:

পরিশিষ্ট ৯
গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ টুলস

(পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত)

পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা (নাম, পদবি ও প্রতিষ্ঠান):
পরিবীক্ষণ এলাকা:
তারিখ:

বাংলা একাডেমির আদেশ নম্বর :
গবেষণা শিরোনাম :
গবেষক :
সময়কাল (চুক্তি বছর) :

ক্রমিক	গবেষণা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত উত্তর দাতার নাম, ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর	গবেষণা সম্পর্কিত মন্তব্য (ফটোগ্রাফসহ)
১		
২		
৩		
৪		

স্বাক্ষর ও তারিখ :

পরিশিষ্ট ১০

ড্রাফট গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন নির্দেশনা ও ছক

গবেষণা উপবিভাগ
গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ
বাংলা একাডেমি, ঢাকা

গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন রিপোর্ট

ক. গবেষণা এবং গবেষক সম্পর্কিত তথ্য

১. গবেষণা শিরোনাম :
২. গবেষকের নাম :
৩. চুক্তির সাল :
৪. গবেষণার ধরন :
৫. মেয়াদ :

খ. গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য

[নির্দেশনা : ১. গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী গবেষণা পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কিনা এবং গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে অধ্যায় বিন্যাস ও গবেষণার ফলাফল শৃঙ্খলিতভাবে বর্ণিত হয়েছে কি-না তা মূল্যায়ন করে নিম্নে-উল্লিখিত ছকে উপস্থাপন করতে হবে। ২. গবেষণা প্রতিবেদনের যেকোনো পরিমার্জন/ভুল সুস্পষ্টভাবে প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট স্থানে দাগাঙ্কিত এবং উল্লেখ করতে হবে। ৩. মূল্যায়ন পরবর্তী গবেষণা প্রতিবেদনটি ১৫ দিনের মধ্যে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বাংলা একাডেমির গবেষণা উপবিভাগের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।]

গবেষণার উদ্দেশ্যের ক্রম	গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ (ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে)	গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে যথাযথভাবে গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা (হ্যাঁ/না)	উত্তর না হলে গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে কী সমস্যা রয়েছে উল্লেখ করুন	গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী অধ্যায় শিরোনাম, বিষয়বস্তু ও ফলাফল (findings), সুপারিশ (Recommendations), রেফারেন্স যথাযথ কিনা তা গবেষণা প্রতিবেদনে পরিমার্জন/ভুল বিষয়ে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী সুস্পষ্ট মন্তব্য লিখুন

গ. গবেষণার মান ও নীতি প্রণয়ন সম্পর্কিত তথ্য :

১. গবেষণার গুণগতমান সম্পর্কে আপনার উন্মুক্ত মতামত প্রকাশ করুন :
২. গবেষণাটি প্রকাশনা এবং কোনো নীতি প্রণয়ন বা সংস্কারে যোগ্য কি-না এ বিষয়ে আপনার মতামত প্রদান করুন :
৩. গবেষণাটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যায় কি-না এ বিষয়ে আপনার স্পষ্ট মতামত লিখুন :

মূল্যায়নকারীর সীলসহ স্বাক্ষর :
(ই-মেইল ও মোবাইল নম্বর)

পরিশিষ্ট ১১

বাংলা একাডেমির সঙ্গে গবেষণা-বৃত্তি প্রদানের জন্য তহবিল প্রদানকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক আবেদনের প্রতিলিপি

ক. মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক গবেষণা-বৃত্তি প্রদানের জন্য তহবিল প্রদানের পত্র

মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
Mercantile Bank Limited

২০ ফেব্রুয়ারি ২০০২

সচিব	ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিন
পরিচালক	উপস্থাপন করুন
গসফো	উত্তর দিন
পাঠ্য পুস্তক	আলোচনা করুন
ভাসাসপ	জবাবের খসড়া দিন
প্রাপপ্র	পরিচালককে সভায়
প্রঃ গ্রন্থাগারিক	আলোচনা করুন।
	[illegible]
	মহাপরিচালক তারিখ

আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী
ঢাকা।

জনাব,

বিষয় : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর গবেষণার জন্য মার্কেন্টাইল ব্যাংক ফাউন্ডেশন এর ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অনুদান প্রসঙ্গে।

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, 'মার্কেন্টাইল ব্যাংক ফাউন্ডেশন' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণার জন্য এক কালীন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অনুদান হিসাবে বাংলা একাডেমীকে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই টাকা বিনিয়োগ করে এর অর্জিত অর্থ থেকে গবেষণার ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে। যাতে মূল টাকা অপরিবর্তিত রেখে তার উপর অর্জিত মুনাফা দ্বারা গবেষণা কার্য পরিচালনা সম্ভব হয়। গবেষণার যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন, গবেষণার বিষয়, গবেষণার কাল, ভাতার পরিমাণ প্রভৃতি নির্ধারণের সকল দায়িত্ব পালন করবে বাংলা একাডেমী। অর্থাৎ বাংলা একাডেমীর মাধ্যমেই সম্পূর্ণ গবেষণা কার্য পরিচালিত হবে।

তবে উল্লেখ থাকে যে, গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য ফান্ডটি 'মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফাণ্ড' নামে পরিচিত হবে এবং এই ফাণ্ড ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত কমিটিতে ব্যাংকের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত হবেন।

আমরা আশা করি মার্কেন্টাইল ব্যাংক ফাউন্ডেশনের এই সিদ্ধান্ত বাংলা একাডেমীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। আপনাদের সম্মতি পেলে আমরা গবেষণা ফান্ডের জন্য অনুমোদিত ১০ লক্ষ টাকা আপনাদের প্রদান করতে পারি।

আপনাদের সম্মতি যথাশীঘ্র পেলে আমরা বাধিত হবো।

ধন্যবাদান্তে

এম তারেকউদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড
ও
সদস্য, মার্কেন্টাইল ব্যাংক ফাউন্ডেশন গভর্ণিং বডি

Head Office : 61 Dilkusha Commercial Area, Dhaka 1000, Bangladesh, Phone : 9559333, 9564886
Fax : 88-02-9561213; Telex : 642480 MBLMB BJ; E-mail : mbl@bol-online.com

খ. ফেরদাউস-খাতেমন গবেষণা-বৃত্তির জন্য তহবিল প্রদানকারী ব্যক্তির পত্র

সচিব	যথাবিহিত ব্যবস্থা নিন
পরিচালক	উপস্থাপন করুন
গবেষণা	উত্তর দিন
পাঠ্যপুস্তক	আলোচনা করুন
ভাষাদপ	অধ্যাদেশ অনুযায়ী দিন
প্রাপক	পরিচালকের সভায়
প্রঃ প্রকাশনা	আলোচনা করুন।
	মহাপরিচালক তারিখ

মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

বিষয় : ~~ফেরদৌস~~ ফেরদাউস-খাতেমন্ গবেষণা ফান্ড।

প্রিয় মহোদয়,

আমরা নিম্নলিখিত বিষয়ে বাংলা একাডেমী যাতে গবেষণা করতে পারে সেই জন্য উপরোক্ত নামে একটি গবেষণা ফাণ্ড চালু/প্রবর্তন করায় সহায়তা করতে চাই। প্রাথমিকভাবে আমরা এর জন্য বাংলা একাডেমীকে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদান করার সিদ্ধান্ত করেছি।

গবেষণা ফাণ্ডের কার্যক্রম অনতিবিলম্বে চালু হলে আমরা খুব খুশি হব। ~~প্রয়োজনে আমাদের পরিবারের সদস্যরা এই ফাণ্ডে আরো অর্থ প্রদান করবে।~~

অনুগ্রহপূর্বক জরুরীভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত ও উপকৃত করবেন।

বিনীত

(মোহাম্মদ ফেরদাউস খান)
(খাতেমন আরা বেগম)

খাতেমন আরা বেগম
৮/৭/০২

বাড়ি নং ২২, রোড-২
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা

গবেষণার বিষয়সমূহ :

১. শিশু সমীক্ষা
২. বাঙলা ভাষা উন্নয়ন
৩. শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়
~~৪. বাংলা একাডেমী অন্য যে যে বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন মনে করবে।~~

খাতেমন আরা বেগম

গ. গাজী শামছুর রহমান গবেষণা-বৃত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল

সম্পর্কিত প্রতিবেদন

দাতা	গাজী শামছুর রহমানের পরিবার	
প্রতিষ্ঠার তারিখ	১২/০২/২০০৫	
গবেষণার ক্ষেত্র	বাংলা ভাষা চর্চা ও গবেষণা	
অনুদান	১৫/০২/২০০৫ তারিখে ২০ লাখ টাকা	
নীতিমালা অনুমোদন	পাওয়া যায় নি	
নির্বাচক পরিষদ (৬সদস্য)	সভাপতি : মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি সদস্য ১ : সচিব, বাংলা একাডেমি সদস্য ২ : কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতিনিধি ১জন সদস্য ৩: গাজী শামছুর রহমানের পরিবারের প্রতিনিধি ১জন সদস্য ৪ : পরিচালক, গবেষণা সদস্য ৪ : উপপরিচালক, গবেষণা	
কার্যক্রম	গাজী শামছুর রহমান স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বিচারপতি মোস্তাফা কামাল	২১.০৮.২০০৬ তারিখে সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজন করে। সিদ্ধান্ত থাকলেও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়নি।
	গাজী শামছুর রহমান স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন প্রফেসর এম শমসের আলী (পরিবেশ ও প্রকৃতি)	২১.০৮.২০০৭ তারিখে সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজন করে। সিদ্ধান্ত থাকলেও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়নি।
	গাজী শামছুর রহমান স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বিচারপতি কাজী এবাদুল হক (আইন আদালত ও বাংলা ভাষা)	২১.০৮.২০০৮ তারিখে সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজন করে। সিদ্ধান্ত থাকলেও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়নি।
	গাজী শামছুর রহমান স্মারক গবেষণা বৃত্তি দেওয়া হয় সাংবাদিক মো. মিজানুর রহমানকে। গবেষণার বিষয়: সমকালীন রাজনীতিতে সংবিধানের কতিপয় আলোচিত অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা।	২১.১১.২০০৭ তারিখে ৪০ হাজার টাকার অগ্রীমসহ কাজটি প্রদান করা হলেও গবেষক কাজটি সম্পন্ন করেননি। বৃত্তির টাকাও ফেরত দেননি।
গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ	৪০ লাখ টাকা (আনুমানিক)	নতুন করে এফডিআর না করা হলে সঞ্চিত অর্থের সুদ্ধ থেকে লভ্যাংশ পাওয়া যাচ্ছে না।
প্রস্তাবনা	যেহেতু গবেষণা করার মতো যথেষ্ট অর্থ মজুদ আছে, যেহেতু গবেষণা বিভাগে গবেষণা পরিচালনার মতো যোগ্য জনবল আছে, যেহেতু গবেষণামূলক কাজ করার সুযোগ রয়েছে তাই বাংলা একাডেমির গবেষণা উপবিভাগ এই ফান্ড পুনরায় কার্যক্রম শুরু করতে পারে। এই লক্ষ্যে মহাপরিচালক মহোদয় নতুন নির্বাচক-পরিষদ গঠনের নির্দেশ দিতে পারেন।	

২৭/১/২০১৯

(ড. তপন কুমার বাগচী)
উপপরিচালক
গবেষণা উপবিভাগ
গসঅবি বিভাগ

১. গবেষণাবৃত্তি —— শুরু করা হোক
২. স্মারক বক্তৃতা ← প্রয়োজনে প্রদান করা হোক
৩. পুস্তিকা ←

সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ পেশ করুন

২৭.১.২০১৯

ড. মোঃ শরিফুল ইসলাম (সাইমন জাকারিয়া), উপপরিচালক, গবেষণা উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত এবং মোহাম্মদ খোরশেদ আলম, ব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব), বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
প্রকাশকাল: বৈশাখ ১৪৩২ / মে ২০২৫